وَسَارِعُوْا إِلَى مَغْفِرَةٍ

ইলা মাগফিরাহ

[তাওবা-ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সংক্রান্ত পবিত্র কুরআনের আয়াত ও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসসমূহের অনন্য সংকলন]

মূল

মুফতি মুহাম্মাদ খুবাইব হাফি.

ভাষান্তর

এনামুল হক মাসউদ

সম্পাদনা

মুফতি হানীফ আল-হাদী

আয়ান প্রকাশন

ইলা-মাগফিরাহ

মুফতি মুহাম্মাদ খুবাইব হাফি.

ভাষান্তর

এনামুল হক মাসউদ

সম্পাদনা

মুফতি হানীফ আল-হাদী

প্রথম প্রকাশ

ডিসেম্বর ২০২১

গ্রন্থস্বত্ব

প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায়

আয়ান প্রকাশন

দোকান নং : ১১৯, ১ম তলা, গিয়াস গার্ডেন বুক্স কমপ্লেক্স, ৩৭
নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
০১৯৭২-৪৩০৯২৯, ০১৬৩২-৪৩০৯২৯

প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠাসজ্জা

ফেরদাউস মিক্বদাদ

ISBN-978-984-95998-0-7

মূল্য ৯০০.০০ (নয়শত) টাকা মাত্র

অনলাইন পরিবেশক

www.rokomari.com, www.wafilife.com

এ ছাড়াও প্রতিটি অনলাইন শপে পাচ্ছেন।

ভারতে আমাদের পরিবেশক

নিউ লেখা প্রকাশনী

৫৭ ডি কলেজ স্ট্রিট কলকাতা-৭৩

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২০
অনুবাদকের কথা ২৩
সুরাতুল ফাতিহা ২৭
দরূদ শরিফ ২৮
সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার ২৯

গ্রন্থ পরিচিতি ৩০
একটি বিষয় বুঝুন ৩২
আলোর ঝলক ৩৪
ইস্তিগফারের উপর দ্বিতীয় মেহনত ৩৬
গ্রন্থটির চুম্বকাংশ ৩৭
কত সহজ হয়ে গেছে ৩৯
ইলা-মাগফিরাহ তথা মাগফিরাতের আহ্বান ৪০
কৃতজ্ঞতা হে শহিদ ভাই! ৪০
দুটি দু'আ ৪১

সুরা বাকারা ৪৩
সুরা আলে-ইমরান ৫৭
সুরা নিসা ৬৮
সুরাতুল মায়িদা ৮৪
সুরাতুল আন'আম ৯৬
সুরাতুল আ'রাফ ৯৯
সুরাতুল আনফাল ১০৮
সুরাতুত-তাওবাহ ১১৩
সুরা ইউনুস ১২৫

সূরা হুদ ১২৮
সূরা ইউসুফ ১৩৫
সূরা রা'আদ ১৩৮
সূরা ইবরাহিম ১৪০
সূরা হিজর ১৪২
সূরাতুন নাহল ১৪৩
সূরা বনি ইসরাইল ১৪৬
সূরাতুল কাহাফ ১৪৮
সূরা মারইয়াম ১৫০
সূরা ত্ব-হা ১৫২
সূরা আম্বিয়া ১৫৫
সূরাতুল হজ ১৫৭
সূরাতুল মুমিন ১৫৯
সূরাতুন নুর ১৬১
সূরাতুল ফুরকান ১৬৯
সূরাতুশ শু'আরা ১৭২
সূরাতুন-নামল ১৭৪
সূরাতুল কাসাস ১৭৭
সূরাতুল আনকাবুত ১৭৯
সূরাতুর-রুম ১৮০
সূরা লুকমান ১৮২
সূরাতুল আহযাব ১৮৩
সূরাতুস-সাবা ১৮৯
সূরাতুল ফাতির ১৯২
সূরা ইয়াসীন ১৯৬
সূরাতুস-সাফ্‌ফাত ১৯৮

সূরা সোয়াদ	১৯৯
সূরাতুয-যুমার	২০৩
সূরাতুল মু'মিন	২০৭
সূরা হা-মিম আস-সিজদা	২১২
সূরাতুশ-শুরা	২১৫
সূরাতুল জাসিয়া	২২১
সূরাতুল আহকাফ	২২৩
সূরা মুহাম্মাদ	২২৭
সূরাতুল ফাতহ	২৩১
সূরাতুল হুজরাত	২৩৬
সূরাতুল কাহাফ	২৪০
সূরাতুয-যারিয়াত	২৪২
সূরাতুন-নাজম	২৪৪
সূরাতুল হাদিদ	২৪৫
সূরাতুল মুজাদালা	২৪৮
সূরা হাশর	২৫১
সূরাতুল মুমতাহিনা	২৫৩
সূরা-সফ	২৫৭
সূরাতুল মুনাফিকুন	২৫৮
সূরাতুত-তাগাবুন	২৬০
সূরাতুত-তালাক	২৬৩
সূরাতুত-তাহরিম	২৬৪
সূরাতুল মুলক	২৬৭
সূরা নূহ	২৬৯
সূরাতুল মুযম্মিল	২৭৩
সূরাতুল মুদ্দাসির	২৭৬

সুরাতুল বুরুজ ২৭৭
সুরাতুন নাসর ২৭৯
কুরআনুল কারিম ও পছন্দনীয় ইস্তিগফার ২৮১
তাওহিদ, দু'আ, আশা-ভরাস ও ইস্তিগফার ৩০১

ইস্তিগফারের আহ্বান ৩০৩

আল্লাহ তা'আলা তাওবাকারীকে ভালোবাসেন ৩০৫
সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার ৩০৬
সর্বোত্তম দু'আ কোনটি? ৩০৬
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইস্তিগফার করা ৩০৭
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ জীবনে অধিক পরিমাণে তাসবিহ ও ইস্তিগফার করা ৩০৭
সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে ইস্তিগফার ৩০৮
ইস্তিগফারের উপর নিশ্চিত মাগফিরাতের ওয়াদা ৩০৯
দীন ও জিহাদের মেহনতের পরে তাসবিহ ও ইস্তিগফার ৩০৯
হজরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুর ইস্তিগফার ৩১০
গুনাহের ১৩টি ক্ষতি ৩১২
গুনাহের দুনিয়াবী ক্ষতিসমূহ ৩১৩
ইস্তিগফারের একটি অতি উপকারী ও মর্যাদাপূর্ণ কুরআনী অজিফা ৩১৫
দু'আ হল মুমিনের জন্য শ্বাস গ্রহণের ন্যায় প্রশান্তিদায়ক ৩১৯
শয়তান তো মানুষকে পথভ্রষ্ট করার কসম খেয়েছে ৩২০
ইস্তিগফারের ২০টি উপকারিতা ৩২১
মানুষের ভয়ঙ্কর মুহূর্ত ৩২৩
ইস্তিগফার শয়তানের কোমর ভেঙ্গে দেয় ৩২৪
ইস্তিগফারকারীর নাম মিথ্যাবাদী ও অলসদের তালিকা থেকে বাদ ৩২৫
ইস্তিগফার হল প্রশান্তি ও নিরাপত্তা ৩২৬
বান্দার নিরাপত্তা ৩২৭
চার প্রকার ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ ৩২৭
দৈনিক ৭০ বার ইস্তিগফার ৩২৮

ইস্তিগফারের মহান পুরস্কার ৩২৯
আল্লাহ তা'আলার প্রিয় নাম ৩৩০
মাগফিরাতের সমুদ্র ৩৩১
সর্বপ্রকার গুনাহগারের জন্য মাগফিরাতের মর্যাদা ৩৩৩
আমলের ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৩৩৪
গুনাহের প্রচার করো না ৩৩৫
একটি উপকারী শিক্ষা ৩৩৭
অন্যের জন্য ইস্তিগফার সম্পর্কে দুই প্রকার আয়াত ৩৩৮
কাফির-মুশরিক ও মুনাফিকদের জন্য ইস্তিগফার করা বৈধ নয় ৩৩৮
ভাইয়ের জন্য ইস্তিগফার ৩৪২
সন্তানের জন্য ইস্তিগফার ৩৪৩
একটি কথা বলুন তো! ৩৪৪
এ মর্যাদা কীভাবে অর্জন হল? ৩৪৪
মুসলিম নারীদের জন্য ইস্তিগফার ৩৪৫
নারীদের জন্য ইস্তিগফারের বিশেষ নির্দেশ ৩৪৬
মাতা-পিতার জন্য ইস্তিগফার ৩৪৭
ইমানদারদের জন্য ফেরেশতাদের ইস্তিগফার ৩৪৮
নিজের বন্ধু-বান্ধব ও ছোটদের জন্য ইস্তিগফার করা ৩৫০
ছোটরা বড়দের জন্য ইস্তিগফার করা ৩৫২
অন্যের দ্বারা ইস্তিগফার করানো ৩৫৩
অন্যদের জন্য ইস্তিগফার ৩৫৫
তাওবাকারী গুনাহগারের জন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইস্তিগফার ৩৫৫
মুস্তাজাবুদ-দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ার সুসংবাদ ৩৫৬
অন্যের জন্য ইস্তিগফারের উপর অসংখ্য নেকি ৩৫৭
মৃতদের জন্য জীবিতদের হদিয়া ৩৫৭

ইস্তিগফারের কয়েকটি মাসআলা ও ফজিলত ৩৫৯
জীবনের শেষ বয়সে বেশি বেশি ইস্তিগফার করা ৩৬০
বৈঠকে ইস্তিগফার ৩৬১
বৈঠকের কাফ্ফারা ৩৬২
মোহর এবং কাফ্ফারা ৩৬৬

তাসবিহ ও ইস্তিগফারের শক্তি ৩৬৭
সালাতের শুরুতে ইস্তিগফার ৩৬৯
আরোহণের সময় ইস্তিগফার ৩৬৯
হজরত আদম আলাইহিস সারামকে শিক্ষা দেওয়া ইস্তিগফার ৩৭১
তাসবিহ, হামদ ও ইস্তিগফার ৩৭৩
পক্ষাঘাত বা স্ট্রোক থেকে হেফাজতের দু'আ ৩৭৩
আল্লাহ তা'আলার সম্মান ও মর্যাদা ৩৭৫
আল্লাহ তা'আলার ভয় ৩৭৬
আল্লাহ তা'আলার ভয় সকল কল্যাণের মূল ৩৭৬
ইমান হল ভয় এবং আশার নাম ৩৭৮
অন্তরের মোহর ৩৮০
আল্লাহ তা'আরার আজাব থেকে নির্ভীক হওয়া উচিত নয় ৩৮০
বরকতময় একটি দু'আ ৩৮১
হে আল্লাহ! আপনি তো আপনিই... ৩৮২
বিশাল সুসংবাদ ৩৮৩
অত্যন্ত মূল্যবান একটি দু'আ ৩৮৪

তাওবা ৩৮৫

তাওবার আভিধানিক অর্থ ৩৮৫
ইনাবাত অর্থ তাওবা এবং আল্লাহর দিকে ফিরে আসা ৩৮৮
বান্দার তাওবায় আল্লাহ তা'আলা কেমন খুশি হন? ৩৮৯
কতক্ষণ পর্যন্ত তাওবা কবুল হবে? ৩৮৯
তাওবা একমাত্র আল্লাহর জন্য ৩৯০
তাওবা কবুল হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত ৩৯০
অনুতপ্ত হওয়ার অর্থ ৩৯১
গুনাহের উপর পেরেশান হওয়া ৩৯২
খাঁটি তাওবা ৩৯৩
তাওবার পদ্ধতি ৩৯৪
তাওবার নিয়ম ৩৯৪
ঠাট্টা নয়, তাওবা কর ৩৯৫
তাওবা কবুল হওয়ার নিদর্শন ৩৯৫
অনুতপ্ত হলেই মাগফিরাত ৩৯৬

কাল নয়, আজই তাওবা করুন ৩৯৬
খারাপ দিন কোনটি? ৩৯৭
উত্তম গুনাহগার কে? ৩৯৭
বার বার পিছলে পড়া এবং বার বার উঠে দাঁড়ানো ৩৯৮
তাওবা সম্পর্কে একটি হৃদয়গ্রাহী বাণী ৩৯৮
তাওবাকারী পরিশ্রমী আবেদ থেকেও অগ্রগামী ৩৯৯
তাওবার দরজা সবার জন্য উন্মুক্ত ৩৯৯
তাওবার দরজা কত বড়? ৪০১
মুমিনের উপমা ৪০২
বার বার তাওবা করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য ৪০২
মৃত্যু কামনা নয় বরং তাওবা ৪০৩
স্বর্ণের পাহাড় চাই না, চাই তাওবার দরজা ৪০৩
ইস্তিগফার ও তাওবা পুরো জীবনের জন্য ৪০৪
ইস্তিগফার ও তাওবার মধ্যে পার্থক্য কী? ৪০৬
তাওবা করা থেকে বিরত হওয়া উচিত নয় ৪০৭
তাওবার আশ্চর্য ফজিলত ৪০৮
তাওবা হজরত আদম আলাইহিস সালামের উত্তরাধিকার ৪০৯
ইস্তিগফার জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দেয় ৪১০
দুনিয়াতে ভয় পরকালে নিরাপত্তা ৪১২
জান্নাতের একটি দরজা শুধুমাত্র তাওবার জন্য ৪১৩
তাওবা হল একটি নূর ৪১৩
রাত-দিন তাওবা ও অনুতপ্ততা ৪১৪
আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রিয় আওয়াজ ৪১৪
তাওবার আরও কিছু উপকারিতা ৪১৫
খাঁটি তাওবার শর্তসমূহ ৪১৬
তাওবা কবুল হওয়ার কয়েকটি নিদর্শন ৪১৬
নেকির উপর গর্ব নয়, গুনাহের উপর অনুতপ্ত হওয়া চাই ৪১৭
সৌভাগ্যবান হল তাওবার উপর মৃত্যুবরণকারী ৪১৮
পরিপূর্ণ পবিত্রতা ৪১৮
শয়তানের শিক্ষা ৪১৮
দ্রুত ইস্তিগফার করলে ফেরেশতারা গুনাহ লিখে না ৪২৯
বার বার তাওবা ভঙ্গ হলে বান্দার করণীয় কী? ৪২০
ক্ষুদ্র গুনাহসমূহ থেকেও তাওবা করুন ৪২০

বিলম্ব করবেন না ৪২২
যৌবনকালের তাওবা ৪২৩
ফিরে এসো, কবুল করে নেব ৪২৪
হে আমার মালিক! আমি আসছি ৪২৪
সাক্ষাতের বাসনা ৪২৫
তাওবা ভঙ্গ হতে দেব না ৪২৫
তাওবা ভঙ্গ হলে করণীয় কী? ৪২৭
দৈনিক যদি সত্তরবারও তাওবা ভেঙ্গে যায় ৪২৮
তাওবার উপর আল্লাহ তা'আলার খুশি ৪২৮
নিজের জীবনের উপর দয় করুন ৪২৯
গুনাহের পরে নেকি ৪৩০
গুনাহগার হয়ে গেল সিদ্দীক ৪৩০
ইসলাম গ্রহণের পর পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করা ৪৩১
তাওবার ওয়ায়েজদের জন্য করণীয় ৪৩১
বুদ্ধিমান কে? ৪৩২
তাওবা হল নৈকট্য এবং লজ্জা ৪৩৩
তাওবা সম্পর্কে একটি ইমানদীপ্ত ঘটনা ৪৩৩
দু'টি ঘোষণা ৪৩৫
গুনাহগার দুই প্রকার ৪৩৭
যে তাওবা চায় না ৪৩৯
একটি ইমানদীপ্ত ঘটনা ৪৩৯
তাওবার দরজা সকলের জন্য উন্মুক্ত ৪৪২
তাওবা করো হে আমার বোনেরা! তাওবা করো ৪৪২
আমাদের মুসলিম বোনেরা অনেক উচ্চ মর্যাদাশীল ৪৪২
একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা ৪৪৩
বনি ইসরাইলের এক তাওবাকারীর ঘটনা ৪৪৩
গুনাহ হল ক্ষমা পাওয়ার মাধ্যম ৪৪৪
হে মুসলিম তোমার কি হয়ে গেল? ৪৪৫
একটি ভয়ঙ্কর রোগ ৪৪৫
বিষয়টি খুবই সহজ ৪৪৭

ইস্তিগফারের একটি অজিফা ৪৪৮

ইস্তিগফারের আরও একটি উপকারী অজিফা ৪৪৯
অন্ধকার থেকে বের হওয়ার উপায় ৪৪৯
ইসমে আজমের প্রভাব ৪৫০
গ্রহণযোগ্য, রোগ মুক্তি ও মাগফেরাত ৪৫১
দু'আটি প্রত্যেক মুসলমানের জন্যই ৪৫২
প্রিয় এবং কার্যকারী ৪৫৩
ইমাম আলুসী বাগদাদি রাহি. এর সাক্ষ্য ৪৫৪
উম্মতে মুহাম্মাদির উপর আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য অনুগ্রহ ৪৫৪
দু'টি নিরাপত্তা ৪৫৬
গুনাহসমূহ ধ্বংস করার হাতিয়ার ৪৫৭
ইস্তিগফার সর্বাবস্থায়ই উপকারী ৪৫৭
শক্তির রহস্য ৪৫৮
মাগফিরাত একটি মহান নি'আমত ৪৫৯
ইস্তিগফার সকল সমস্যার সমাধান ৪৬০
নবিজির একটি ব্যাপক ইস্তিগফার ৪৬২
ইস্তিগফার প্রত্যেক নি'আমত এবং সহজলভ্যতার চাবিকাঠি ৪৬৩
হজরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুর বাণী ৪৬৪
সকল প্রয়োজন পূরণের পূর্ণাঙ্গ ইস্তিগফার ৪৬৪
মাগফিরাত ও সোজা পথ ৪৬৫
যথেষ্ট একটি দু'আ ৪৬৫
দুনিয়া-আখিরাতের সকল কল্যাণ ৪৬৬
হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালামের দু'আ ৪৬৬
হজরত লোকমান আলাইহিস সালামের উপদেশ ৪৬৭
ইস্তিগফারের কয়েকটি ঘটনা ৪৬৮
ইস্তিগফারের বরকতের আশ্চর্য একটি ঘটনা ৪৭০
ইস্তিগফারের মত মহৌষধ কেন ব্যবহার করি না? ৪৭১
ইস্তিগফারের উপকারিত সর্বস্তরের লোকের জন্য ৪৭২
রিজিকের প্রশস্ততার পদ্ধতি ৪৭৩
প্রশস্ততা, প্রশান্তি ও কল্পনাতীত রিজিক ৪৭৬
ইস্তিগফারের একটি পরীক্ষিত অজিফা ৪৭৬
ইস্তিগফারের সাথে রিজিকের প্রশস্ততার দু'আ ৪৭৮
ইস্তিগফারের অন্তর্ভুক্ত একটি ব্যাপক দু'আ ৪৭৯
নও মুসলিমদের জন্য একটি দু'আ ৪৮০

ওজুর পরে ইস্তিগফার ৪৮০
ইস্তিগফার করুন। মৃত্যুর পূর্বে হুরদের সাক্ষাত লাভ ৪৮১
হবেইস্তিগফারকারীর প্রতি আল্লাহ তা'আলার মহব্বত ৪৮১
নববী ইস্তিগফার ৪৮২
ইস্তিগফারের দ্বারা জবানের সংশোধন ৪৮২
দুনিয়াবী পরক্ষিা ও বিপদাপদ থেকে মুক্তি ৪৮৩
দুশ্চিন্তা, বিপদ-মুসিবত ও ঋণ থেকে মুক্তি ৪৮৪
বোঝা হালকা করুন ৪৮৪
চারটি কুরআনী উপহার ৪৮৫
এক নজরে চারটি কুরআনী দু'আ ও অজিফা ৪৮৭
একটি পরীক্ষিত সত্য ৪৮৮
অসুস্থদের জন্য সুসংবাদ ৪৮৮
আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা ৪৮৯
আনন্দ দানকারী আমলনামা ৪৯০
গুনাহের তদারকি ৪৯০
গুনাহ ত্যাগ করার বরকত ৪৯১
অন্তরের মরিচা দূর হবে কীভাবে ৪৯২
নিজের আমলনামা ইস্তিগফার দ্বারা পূর্ণ করুন ৪৯২
সুসংবাদ ৪৯২
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইস্তিগফার ৪৯৩
ইস্তিগফার হল আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দাদের আমল ৪৯৩
সকল গুনাহ ক্ষমা পাওয়ার গ্যারান্টি হল ইস্তিগফার ৪৯৫
জুমার দিনের কার্যকরী একটি ইস্তিগফার ৪৯৫
একটি মহান উপহার ৪৯৬
অন্তরকে আলোকিত করুন ৪৯৭
বৃদ্ধ মাতা-পিতার সেবাকারীদেরও বৃদ্ধাবস্থায় সেবাকারী নসিব হয়ে থাকে ৪৯৮
বৃদ্ধাবস্থাকে আলোকিত বানানোর পদ্ধতি ৪৯৯
দীনি কাজে উন্নতি ৫০০
জীবন উৎসর্গকারী ওলী ৫০০
ফিরআউনি শাসন ব্যবস্থা ৫০১
এটা আশ্চর্য এক ইসলামী রাষ্ট্র ৫০২
নিজের আঁচল দেখতে হবে ৫০৩

আজাবের ধাক্কা ৫০৩
জমিন বিদীর্ণ হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে ৫০৪
আত্মসমালোচনা ও ইস্তিগফার ৫০৫
তিন শত্রু ৫০৬
একটি বিস্ময়কর ঘটনা ৫০৭
ইস্তিগফারের জন্য গ্রহণযোগ্য মাসনূন দু'আসমূহ ৫০৮
ইস্তিগফার দ্বারা রোগীর চিকিৎসা ৫০৮
নিজের পরিবার-পরিজনকে ইস্তিগফার শিক্ষা দেওয়া ৫০৯
ইস্তিগফারের ফারুকী আমল ৫০৯
রোগ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য ইস্তিগফারের আমল ৫১০
অনেক প্রিয় একটি ইস্তিগফার ৫১১
ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সময় ইস্তিগফার ৫১১
কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত ইস্তিগফার ৫১২
ভরপুর ইস্তিগফার ৫১২
হজরত আদম আলাইহিস সালামের ইস্তিগফার ৫১৩
গুনাহ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ৫১৪
আলো এবং আঁধারের যুদ্ধ ৫১৫
জিহাদের পথ অনেক কন্টকাকীর্ণ ৫১৫
জিহাদের পথে অর্থ ব্যয় করা বাইতুল্লাহ শরিফ নির্মানে অর্থ ব্যয় করার চেয়েও উত্তম ৫১৬
মুসলমান ও সালাতে অলসতা ৫১৭
হে মুজাহিদগণ! সালাতের বিষয়টি ঠিক করে নাও ৫১৮
হে মুসলিম বোনেরা! সালাতের বিষয়টি ঠিক করে নাও ৫১৮
আল্লাহর তা'আলার সন্তুষ্টি ৫১৯
হে সাহসীগণ! ক্লান্ত হয়ো না ৫২০
আশ্চর্য এক অবস্থা ৫২০
গভীর অন্ধকারে উজ্জ্বল আলো ৫২২
কিবরিতে আহমার তথা দুর্লভ সম্পদ ৫২৩
ইস্তিগফার লাভের দু'টি পদ্ধতি ৫২৪
কয়েকটি ইশারা ৫২৬
সকাল-বিকাল ইস্তিগফারের উপকারিতা ৫২৭
হে মুসলিমগণ! সকাল-বিকাল ইস্তিগফার করুন ৫২৭
সকাল বেলায় ইস্তিগফার ৫২৮

রাতে শোয়ার সময় তিন বার ইস্তিগফার ৫৩০
রাতের বেলা উঠার সময় ইস্তিগফার ৫৩১
তাহাজ্জুদের সময়ের হৃদয়গ্রাহী ইস্তিগফার ৫৩২
মসজিদে প্রবেশ ও বাহির হওয়ার সময় ইস্তিগফার ৫৩৩
অজুর পরে মাসনুন ইস্তিগফার ৫৩৩
সালাতের মধ্যে ইস্তিগফার ৫৩৪
সালাতের পরে ইস্তিগফার ৫৩৪
সালাতের শুরুতে ইস্তিগফার ৫৩৫
সিজদার মধ্যে ইস্তিগফার ৫৩৬
দুই সিজদার মাঝখানে ইস্তিগফার ৫৩৭
দু'আয়ে কুনুতের মধ্যে ইস্তিগফার ৫৩৭
তাশাহ্হুদের মধ্যে ইস্তিগফার ৫৩৮
রুকু এবং সিজদার মাসনুন ইস্তিগফার ৫৩৮
সালাতের মাসনূন ইস্তিগফার ৫৩৯
সালাতের পরের ইস্তিগফার ৫৪০
শবে কদরের ইস্তিগফার ৫৪০
সা'ঈর মধ্যে ইস্তিগফার ৫৪১
জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষাকারী ইস্তিগফার ৫৪১
গুনাহ ধ্বংসকারী হাতিয়ার ৫৪২
মজলিস সমাপ্তির ইস্তিগফার ৫৪২
এক মজলিসে শতবার ইস্তিগফার ৫৪৩
জীবনের শেষ মুহূর্তেও ইস্তিগফার ৫৪৩
আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দৃষ্টি লাভ করার ইস্তিগফার ৫৪৪
ইস্তিগফার হল রাগের প্রতিষেধক ৫৪৫
সাক্ষাতের সময় ইস্তিগফার ৫৪৬
হজরত সুফিয়ান সাওরী রাহি.-এর ইস্তিগফার ৫৪৭
আল্লাহ তা'আলার রহমতের শান ৫৪৭
ইস্তিগফারে এত বিলম্ব এবং লজ্জা কিসের? ৫৪৯
শয়তানের দুটি ষড়যন্ত্র ৫৫০
আল্লাহ তা'আলার রহমতের হাত ৫৫০
ইস্তিগফার করার মত কেউ কি আছো? ৫৫১
অজু, সালাত ও ইস্তিগফার ৫৫২
গুনাহ যদি জমিন থেকে আসমান পর্যন্তও হয়, তাহলেও

মাগফিরাত	৫৫৪
কবিরা গুনাহ	৫৫৪
সগিরা কখন কবিরা গুনাহে পরিণত হয়ে যায়	৫৫৬
শুধুমাত্র মৌখিক ইস্তিগফারও উপকার থেকে শূন্য নয়	৫৫৯
ইস্তিগফারের দ্বারা কবিরা গুনাহ মাফ	৫৬০
ছোট গুনাহর ধ্বংসাত্মক পরিণাম	৫৬১
রহমত ও মাগফিরাতের ছড়াছড়ি	৫৬১
আল্লাহর কসম অমুকের মাগফিরাত হবে না, বলা কেমন?	৫৬২
সকল ছোট-বড় ও জানা-অজানা গুনাহ থেকে ইস্তিগফার	৫৬৩
ক্ষমা ও পথ প্রদর্শন	৫৬৩
দ্বিতীয়বার হয়ে যাওয়া গুনাহের জন্য ইস্তিগফার	৫৬৪
তাওয়াফ অবস্থায় ইস্তিগফার	৫৬৪
জুলুম ও অকৃতজ্ঞতার উপর ইস্তিগফার	৫৬৫
ছয় প্রকারের গুনাহের উপর ইস্তিগফার	৫৬৫
নিজের জীবনের প্রতিটি নিঃশ্বাসের মূল্যায়ন করুন	৫৬৬
গুনাহ যদি বান্দার হকের সাথে সম্পৃক্ত হয়	৫৬৭
গুনাহ প্রকাশ করার ভয়াবহতা	৫৬৭
শুধুমাত্র ইচ্ছা গুনাহ নয়	৫৬৮
বিদ'আতের শাস্তি	৫৬৮
আত্মার চিকিৎসা	৫৬৯
অন্তরের মরিচা দূর করবেন কীভাবে?	৫৭১
বাংলা ভাষান্তর-এর সম্পাদকের আবেদগপূর্ণ দু'আ	৫৭২

সম্পাদকীয়

রহমান রহিম আল্লাহর নামে শুরু করিতেছি। "মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত : উহাতে আছে নির্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর যাহার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর এবং সেখানে উহাদের জন্য থাকিবে বিবিধ ফলমূল আর তাহাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে ক্ষমা-মাগফিরাত।" [আল কুরআন : ৪৭/১৫] "কেহই জানেনা তাহাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কী লুক্কায়িত রাখা হইয়াছে তাহাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ।" [আল কুরআন : ৩২/১৭] "আমার সালেহিন বান্দাদের জন্য আমি তৈরি করেছি : যা কোন চোখ দেখেনি। কোন কান শুনেনি। কোন মানবহৃদয় কল্পনাও করেনি।" [হাদিসে কুদসী, হজরত আবু হোরায়রা রাদি.। বোখারী : ৪৭৭৯, মুসলিম : ২৮২৪]

জান্নাতের বর্ণনাসংক্রান্ত আয়াতের তাফসিরে লব্ধ : দুনিয়াতে বিদ্যমান বস্তুনিচয়ের প্রতীক শব্দ দ্বারা জান্নাতের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে কেবল মানবীয় বোধশক্তি কল্পনাকরণের স্বার্থে। প্রকৃতার্থে জান্নাতী কোন নেয়ামতই জাগতিক বস্তুর সাদৃশ্য নয়। ৩২/১৭ আয়াত ও উদ্ধৃত হাদিসে তাই ভাস্বর। বলা যায়, জান্নাতী নেয়ামতের স্থান শুধুই জান্নাত এ জগতে জান্নাতের কোন নেয়ামত লাভ করা যায় না। ৪৭/১৫ আয়াতে বর্ণিত জান্নাতী নেয়ামতপঞ্চের পঞ্চমটি মাগফিরাত। মাগফিরাত উভয় জাগতিক নেয়ামত। অন্য শব্দে মাগফিরাতই একমাত্র জান্নাতী নেয়ামত; যা দুনিয়াতেও দান করা হয়। "ইলা মাগফিরাহ" নামটিকে ব্যাখ্যা করে বললে বলতে হয়, "সর্বাগ্রেপ্রাপ্ত

জান্নাতী নেয়ামতের আহ্বান"।

মাগফিরাত মারেফাতের সূচনা। মারেফাতে এলাহী-আল্লাহ তা'আলার পরিচয় সদাবর্ধনশীল (মাআজাল্লাহ, সংকোচনশীলও) একটি আত্মিক গুণ। স্পর্শকাতর। স্পর্শকাতরতার গভীরতা অনুধাবনে মানব-কল্পনা অক্ষম। এ পথে প্রধান বিপত্তি গোনাহ। অথচ ইনসান তো নিসইয়ান থেকেই।[১] যেমনটি হজরত আনাস বিন মালিক রাদি.-এর রেওয়ায়েত : "আদম সন্তান সকলেই ভুল করে। ..." [তিরমিজি : ২৪৯৯, ইবনে মাজাহ : ৪২৫১]। এই ভুল, এই গোনাহ হতে মুক্তিসনদের নাম মাগফিরাত। যে সনদ ব্যতীত মারেফাতের জগতে প্রবেশ নিষিদ্ধ। যে সনদ ব্যতীত ওলাইয়াত-আল্লাহ তা'আলার সাথে বন্ধুত্বের জগতে প্রবেশ নিষিদ্ধ। অতএব "ইলা মাগফিরাহ" নামটিকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করে বললে বলতে হয়, "মাওলা পাকের সাথে নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে তোলার আহ্বান"।

কোন মুমিন যখন আল্লাহ তা'আলার পরিচয় পেতে শুরু করে, তার সবচেয়ে বড় চাওয়া-নিত্য তামান্না এই মাগফিরাত। মাগফিরাত চাওয়া ক্রিয়াটির নাম 'ইস্তিগফার'। ইস্তিগফার করার প্রতিদান মাগফিরাত। ইস্তিগফার করার পূর্বশর্ত মারেফাত। আল্লাহ তা'আলার মারেফাত ব্যতীত ইস্তিগফার করা অসম্ভব। যাকে যতটুকু মারেফাত দান করা হয় সে ততটুকু ইস্তিগফার করতে সক্ষম হয়। ইস্তিগফার করার প্রথম অংশ লজ্জা। কাউকে না চিনলে, কারো মারেফাত-পরিচয় না থাকলে তার নিকট লজ্জিত-অনুতপ্ত হওয়ার দাবি হাস্যকর। 'মারেফাত ও ইস্তিগফার করা' একটি অপরটি বাদে অর্জন হয় না; তাহলে উপায়? উপায় হল, 'ইস্তিগফার পড়তে' থাকা। ইস্তিগফার পড়তে পড়তে কোন এক শুভ মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা ইস্তিগফার করার তাওফিক দান করে থাকেন। ইস্তিগফার 'করা ও পড়া'র পার্থক্য জ্ঞান; বরং ধারণাও না থাকা ইস্তিগফারের পথে আজ আমাদের বড় বাধা। ইস্তিগফার 'পড়া'টি কোন আহলুল্লাহ-আল্লাহওয়ালা বুজুর্গের তত্ত্বাবধানে হলে তুলনামূলক দ্রুত ও সহজে 'করা'র পথ সুগম হয়।

কিতাবটিকে মাগফিরাহ সংক্রান্ত এনসাইক্লোপিডিয়া বলা যেতে পারে; সম্পাদনাকালে অধমের নিকট বিপরীত একটি সত্য উদ্ভাসিত হয়েছে। আর

[১] 'নিসইয়ান' শব্দের অর্থ ভুল। আরবি ব্যাকরণ হিসেবে ইনসান (মানুষ) শব্দটির শব্দমূল নিসইয়ান।

তা হল– তথ্য সংগ্রহের মানসিকতায় পাঠের চেয়ে 'অজিফা' জ্ঞান করে শব্দের দেয়াল টপকে মর্মজগতে উঁকি দিতে পারলেই 'সংকলন-সফলতা' অর্জিত হবে। অন্যথা নিছক ছাপার অক্ষরে কিছু কথা পাঠ করলে কোথাও কোথাও পাঠক হয়ত বিরক্ত হবেন।[২] কোন পাঠককে আঘাত করা যদি সম্পাদনা-পেশাদারিত্বে অপরাধ না হত, 'পাঠান্তে বারবার পাঠের তাগিদ অনুভব না করলে—জেনে নিন, আপনি শব্দের দেয়াল টপকাতে পারেননি'। কথাটুকু না বলার ভদ্রতা বিসর্জন দিতাম।

বন্ধুবর এনামুল হক মাসউদ দা.বা. একজন ভালো দায়ী ও মনোযোগী অনুবাদক। তা'লিমে কোরআনের খেদমতে কাটিয়েছেন জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য সময়। তবে তিনি বেশ বোকাও। কী কারণে যে, বারবার বিরক্ত হওয়ার পরও সেই পুরনো অলসটাকেই সম্পাদনার দায়িত্ব চাপিয়ে দেন– যুক্তিটা আমি আজও খুঁজে পাই না। ঋদ্ধ পাঠক ভাষা সংশ্লিষ্ট অসঙ্গতি যা পাবেন, পুরোটার দায় সেই অলস লোকটার। নিজ মহানুভবতায় ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। অতি ভব্যতায় জানানোর কষ্টটুকু বরণ করলে অধিক প্রীত হব।

আমার বিশ্বাস, কোন আহলুল্লাহর নিকট পাঠপ্রতিক্রিয়া চাইলে, তিনি সর্বপ্রথম যে বাক্যটি বলবেন—একজন সালেকের নিত্যপাঠ্য তালিকায় কিতাবটি থাকা উচিত।

বিনীত
মুফতি হানিফ আল হাদী
hanifalhadi@gmail.com
২০ মুহার্‌রম ১৪৪৩ হি.

[২] পড়তে পড়তে পাঠকের মনে ইস্তিগফারের আগ্রহ তৈরি এবং জীবনে কৃত গোনাহগুলোর জন্য আল্লহা তা'আলার দরবারে লজ্জা-অনুশোচনার অনুভূতি জাগ্রতকরণের স্বার্থে স্থানে স্থানে একই আলোচনার প্রশংসনীয় পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। মনোজগতে প্রতিক্রিয়া-মাগফেরাতের অদম্য আগ্রহ সৃষ্টিতে পুনরাবৃত্তিগুলো আবশ্যক। এই আগ্রহকেই 'সংকলন-সফলতা' বলেছি।

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টিকুলের রব। দয়াময়, পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। শতকোটি দুরূদ ও সালাম সমগ্র মানবতার নবি, শাফিউল মুজনিবিন রাহমাতুল লিল আলামিন, সাইয়্যিদুল মুরসালিন, নবিজি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি।

মাগফিরাত! শব্দটি শুনতেই হৃদয়ে এক অন্যরকম প্রশান্তি-প্রশান্তি শিহরণ অনুভব হয়। একজন মুমিনের গোটা জীবনের পরম চাওয়াটাই হল এই মাগফিরাত। আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা আর পরকালের চিরমুক্তি। মাগফিরাতের জন্য প্রয়োজন খাঁটি তাওবা আর ইস্তিগফার। অনেক দিন থেকেই ভাবছিলাম, নিজের ও উম্মতের গাফেল-হৃদয়কে সজাগ করতে এ বিষয়ে কিছু লিখব। কিন্তু আমার জাহালত, গাফলত ও আর কমজুরির কারণে তা একদম হয়ে ওঠেনি। আলহামদুলিল্লাহ, সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ! এবার আল্লাহ তা'আলার রহমত শামেলে হাল হয়েছে। তাই এরই মধ্যে হাতে আসে পাকিস্তানের মাজলুম কারাবন্দি মুজাহিদ আলেম মুফতি খুবাইব হাফি.-এর রচিত **"ইলা-মাগফিরাহ"** গ্রন্থটি। যে গ্রন্থটির প্রথম খন্ডে মুহতারাম লেখক পুরো কুরআনুল কারিমের মাগফিরাত, তাওবাহ ও ইস্তিগফার সংক্রান্ত সকল আয়াত, আয়াতের অর্থ ও সংক্ষিপ্ত তাফসির সুরার বিন্যাস অনুসারে একত্রিত করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে মাগফিরাত, তাওবাহ ও ইস্তিগফারের সংজ্ঞা, ফজিলত ও মাগফিরাত, তাওবাহ ও ইস্তিগফার বিষয়ের হাদিস ও আসার তথা বিভিন্ন বাণী একত্রিত করেছেন। মোটকথা মাগফিরাত, তাওবাহ ও ইস্তিগফার সম্পর্কে অসাধারণ

একটি গ্রন্থ।

তাই আমিও ভাবলাম, এ গ্রন্থটির অনুবাদই হতে পারে আমার সেই দুর্বল ও অলস ভাবনাটির যথাযথ ও চমৎকার বাস্তবায়ন। মাগফিরাত শব্দটির প্রতি এক বুক মহব্বত, ভালোবাসা ও প্রত্যাশায় অনুবাদ গ্রন্থটিও মূল নামেই নামকরণ করেছি **"ইলা-মাগফিরাহ বা মাগফিরাতের আহ্বান"**।

অনুবাদে কতটা সফল হয়েছি তা বিচারের ভার প্রিয় পাঠকের। তবে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছি লেখকের মূলভাব অক্ষুন্ন রাখতে এবং ভুল কমাতে। তারপরও মানুষ হিসেবে ভুল থেকে যাওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং বিজ্ঞ পাঠকের দৃষ্টিতে কোন ভুল পরিলক্ষিত হলে আমাদের জানালে কৃতজ্ঞ থাকব। আর পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নেব ইন শা' আল্লাহ।

পরিশেষে মহান রবের দরবারে লেখক-অনুবাদক, সম্পাদক-প্রকাশক ও পাঠকসহ গ্রন্থটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের মাগফিরাত কামনা করছি। আমিন

নিবেদক
মাগফিরাতের ভিখারী
এনামুল হক মাসউদ
psfoundation2001@gmail.com
২৬ নভেম্বর, ২০২১

প্রথম খণ্ড

তাওবা-ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সংক্রান্ত পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ

গ্রন্থ পরিচিতি

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে মাগফিরাতকামী বানিয়ে দিন এবং আমাদের সকলকে তাঁর দয়ায় মাগফিরাতপ্রাপ্ত বানিয়ে দিন।

মাগফিরাত শব্দটি অনেক ব্যাপক। মাগফিরাত কোন সাধারণ বস্তু নয়। কুরআনুল কারিমে দেখা যায় যে, হজরত আদম আলাইহিস সালাম মাগফিরাত বা ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। হজরত নূহ আলাইহিস সালাম মাগফিরাত বা ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। উভয় সম্মানিত পয়গাম্বরই বলছেন যে, হে আল্লাহ! আমি যদি মাগফিরাত বা ক্ষমা না পাই তাহলে তো আমি ধ্বংস হয়ে যাব। আল্লাহ তা'আলার খলিল হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম মাগফিরাত বা ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলার কালিম হজরত মূসা আলাইহিস সালাম মাগফিরাত বা ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। দেখুন কুরআনুল কারিমে কত আশ্চর্যজনক দৃশ্য। ফিরআউন তার পরিপূর্ণ ফিরআউনিয়াতের সাথে ইমান আনয়নকারী জাদুকরদেরকে ধমকাচ্ছে, আমি তোমাদেরকে খেজুর গাছের সাথে উপুড় করে লটকিয়ে রাখব। আমি তোমাদেরকে ফাঁসিতে ঝুলাব। আমি তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিয়ে তিলে-তিলে মারব। ইমান আনয়নকারী জাদুকররা বললেন, কোন অসুবিধা নেই। তুমি এগুলো সবকিছু করে ফেল। আমাদের আকাঙ্ক্ষা শুধু এতটুকুই যে, আমরা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মাগফিরাত তথা ক্ষমা পেয়ে যাই। মাগফিরাত তথা ক্ষমার প্রত্যাশায় তোমার সকল নির্যাতন সহনীয়। মাগফিরাত তথা ক্ষমার জন্যে জবাই করে হত্যা করা, উল্টো করে ঝুলিয়ে

হত্যা করা সবকিছু মনজুর। তারা দেখেছে হজরত দাউদ আলাইহিস সালাম মাগফিরাত বা ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম মাগফিরাত বা ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। এরা সকলেই নিষ্পাপ পয়গাম্বর। সগিরা-কবিরা সকল প্রকার গুনাহ থেকেও পবিত্র। তথাপিও তারা কীভাবে ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে মাগফিরাত তথা ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। কেননা তারা আল্লাহ তা'আলার সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে জানতেন। এত মহান রব। এত মহান। এত মহান। আর আমরা এত ক্ষুদ্ররা এমন মহান রবের হক কি করে আদায় করতে পারি? আমরা কি তাঁর সম্মান ও মর্যাদা অনুযায়ী ইবাদাত করতে পারি? হে আল্লাহ মাফ করে দাও। হে আল্লাহ মাগফিরাত দান কর। কুরআনুল কারিম ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রিয় নবি হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরিপূর্ণ মাগফিরাত দান করেছেন। সুবহানাল্লাহ! মদিনার নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনন্দের সীমা নেই। তিনি বললেন আজ তো এমন সুরা নাযিল হয়েছে যা আমার নিকট সকল বস্তু থেকে প্রিয়। অতঃপর মাগফিরাতের শুকরিয়া স্বরূপ পূর্বের চেয়ে ইবাদাত-বন্দেগি আরও বাড়িয়ে দিলেন। মেহনত বাড়িয়ে দিলেন। বলুন তো তাহলে আমাদের মত গুনাহগার ও অকর্মণ্যদেরও কি মাগফিরাত মিলবে? এটা চিন্তা করেই কলিজা কেঁপে উঠে। কখনো ভয়ে চুপসে যাই আবার কখনো আশার আলোও দেখতে পাই। মাগফিরাত! মাগফিরাত! মাগফিরাত। এই মাগফিরাত কামনা করাকেই ইস্তিগফার বলে। ইস্তিগফার অর্থ হল মাগাফিরাত কামনা করা। ক্ষমা প্রার্থনা করা। মাগফিরাত তালাশ করা। মাগফিরাতের প্রত্যাশায় মনে আগ্রহ জেগেছিল, কুরআনুল কারিমের মাগফিরাত, তাওবা ও ইস্তিগফার সংক্রান্ত আয়াতসমূহকে একত্রিত করব। কুরআনুল কারিমের ইস্তিগফার ও তাওবা সংক্রান্ত দু'আসমূহ একত্রিত করব। বহু বছর যাবৎ অন্তরে এই ইচ্ছা লালন করে আসছি। ইচ্ছাটি শুধু মনে-মনেই পোষণ করছিলাম কিন্তু আমলে রূপান্তর হচ্ছিল না। ইতোমধ্যে তাওবা ও ইস্তিগফারের উপর কিছু লেখার তাওফিক হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ! অনেক চমৎকার ফলাফল এসেছে। অতঃপর ইস্তিগফারের ধারাবাহিক আমল চলছে এবং এর উপর লেখারও তাওফিক হয়েছে। মা শা'আল্লাহ! অনেক আশাব্যঞ্জক ফলাফলও

পেয়েছি। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হল, ধারাবাহিক ইস্তিগফার জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহকে অনেক উপকৃত করেছে। মুজাহিদদের মাঝে নিজেদের জন্য এবং অন্যদের জন্য ইস্তিগফারের উৎসাহ-উদ্দীপনা এক ঝড়ের ন্যায় আবির্ভূত হয়েছে এবং দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঐ বান্দাদের প্রশংসা করেন যারা ভোর রাতে মাগফিরাত কামনা করে তথা ইস্তিগফার করে। যেমন কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

"আর রাতের শেষ প্রহরে এরা ক্ষমা প্রার্থনায় রত থাকত।"[১]

আলহামদুলিল্লাহ! এই অবস্থাও মজবুত হয়েছে। ফিদায়ী মুজাহিদরা আবেদন করেছে, ইস্তিগফারের ধারাবাহিকতা বার বার চালানো হোক। একদিনে ত্রিশ হাজার বার ইস্তিগফারের আমলও অনেক হয়েছে। দৈনিক একহাজার বার ইস্তিগফার অসংখ্য ব্যক্তির ওযিফা হয়েছে। ফিদায়ী মুজাহিদদের অন্তর থাকে আয়নার মত পরিষ্কার। আর ইস্তিগফারের মর্যাদা তো আহলে দিলগণই বুঝে থাকেন। প্রিয়তমকে সন্তুষ্ট করা, প্রিয়তমের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা, প্রিয়তমের নিকট বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং মনযোগ আকর্ষণের সবিনয় অনুরোধ করা, নিজের কোন আমলের উপর অহংকার না করা বরং ক্ষমা প্রার্থনাই করে যাওয়া। এটা ঐ আমল যা অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে দেয়। যা নফসকে পবিত্র করে দেয়। যা পর্দাকে ছিন্ন করে বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তোলে। এ সকল অবস্থা দেখে আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পায় যে, ইস্তিগফার সংক্রান্ত আয়াতসমূহ একত্রিত করব।

একটি বিষয় বুঝুন

কুরআনুল কারিম কোন একটি বিষয়ের আয়াতকে একত্রে বর্ণনা করেনি। তাওহিদের আয়াত হোক কিংবা সালাতের। জিহাদের আয়াত হোক কিংবা ইস্তিগফারের। ঘটনাবলী সংক্রান্ত আয়াত হোক অথবা পরকালের চিন্তা-ভাবনা সংক্রান্ত। সবরকম আয়াত পুরো কুরআনুল কারিম জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এমনটি করে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের উপর অনুগ্রহ

[১] আয-যারিয়াত– ৫১: ১৮

করেছেন। কুরআনুল কারিমের যদি মানবরচিত গ্রন্থের ন্যায় প্রতিটি বিষয়ের আয়াত একত্রিত হত। আমরা অনেক কল্যাণ এবং অনেক ইলম থেকে বঞ্চিত হয়ে যেতাম। মানুষের মনে যখন নতুন কোন কথা স্মরণ হয় তখন অতীতের কথা ভুলে যায়। আমরা প্রথমে তাওহিদের আয়াত পাঠ করতাম। যা আমাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকত। কিন্তু যখন ঐ আলোচনা সমাপ্ত হত আর আমরা নামাজের শত শত আয়াত একত্রে পাঠ করতাম, তখন তাওহিদের সবক স্মৃতি থেতে হারিয়ে যেত। অতঃপর যখন জিহাদের শত শত আয়াত আরম্ভ হত তখন নামাজের শত শত আয়াত দুর্বল হয়ে যেত। আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করেছেন যে, কুরআনুল কারিমে সকল প্রয়োজনীয় বিষয়কে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়েছেন। যার ফলে প্রতিটি সবক প্রতিটি স্থানে তাজা থাকে এবং মানুষ মনোযোগ ছাড়াই বিবেককে আলোকিত করতে পারে এবং বিভিন্ন বিষয় যখন পরস্পর একত্রিত হয় এবং একেকটি আয়াতে কয়েক প্রকার সবক পাওয়া যায় তখন মানুষের স্মৃতিশক্তি ও তার ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়ে যায়। আপনি কুরআনুল কারিমের যেকোন পৃষ্ঠা খুলুন। আপনি শুধুমাত্র একটি বিষয়ই পাবেন না বরং প্রতিটি পৃষ্ঠায় মানুষের প্রয়োজনীয় অনেক বিষয়ের পথ পেয়ে যাবেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টিকুলের রব।

এটা তো শুধুমাত্র একটি হিকমতের কথা বললাম। মূলত আল্লাহ তা'আলার প্রতিটি কাজে অসংখ্য হিকমত রয়েছে। মানুষ যখন চিন্তা-ভাবনা করে তখন হিকমতের দরজাসমূহ খুলতে থাকে। এখন দ্বিতীয় বিষয়টি বুঝুন। এটা কি জায়েয আছে যে, কোন ব্যক্তি পরিশ্রম করে কুরআনুল কারিম থেকে একটি বিষয়ের আয়াতসমূহ এক স্থানে একত্রিত করবে? অতঃপর নিজেও এগুলো থেকে উপকৃত হবে এবং অন্যদেরকেও উপকৃত করবে। হ্যাঁ! এটা জায়েয আছে। অনেক উত্তম কাজ এবং বহু উপকারী ও লাভজনক। কুরআনুল কারিমের যেকোন একটি বিধান সংক্রান্ত আয়াত একত্রিত করে তা বুঝলে তখন উক্ত বিধানের সকল নিয়ম-কানুন অন্তর ও বিবেকে বসে যায়। অতঃপর যখন মানুষ কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করে তখন তাতে তার আরো অধিক স্বাদ ও উপকার লাভ হয়।

বিশেষ করে বর্তমান যুগে যখন আফসোস যে, অধিকাংশ মুসলমান কুরআনুল

কারিমের অর্থ জানে না। অর্থাৎ তাদের এটাও জানা নেই যে, তার খালিক ও মালিক তার হিদায়াতের জন্য যে সংবিধান নাযিল করেছেন তা কী? এমতাবস্থায় কোন একটি বিষয়ের আয়াতসমূহকে একত্রিত করে সেই বিষয়টি মুসলমানদেরকে বুঝানো অতঃপর অন্য আরেকটি বিষয়ের আয়াতসমূহ একত্রিত করে উক্ত বিষয়টি বুঝানো একটি উপকারী ও লাভজনক খিদমত। এটা কুরআনুল কারিম থেকে ছিন্ন করা নয় বরং মুসলমানদেরকে কুরআনুল কারিমের সাথে জোড়া।

আলোর ঝলক

তাওবা ও ইস্তিগফার সংক্রান্ত আয়াতসমূহ একত্রিত করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু জীবনের বিশৃঙ্খলা, কূল-কিনারাহীনতা, সাহসের দুর্বলতা এবং সময়ের স্বল্পতার কারণে হচ্ছিল না। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে একটি আসমানী ইশারা যেন দৃষ্টিগোচর হল। একজন মুজাহিদ আমাকে অনেক প্রভাবিত করেছেন। তার ত্যাগ ও কুরবানী, জীবন উৎসর্গ ও শহিদি মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা অন্তরে অনেক প্রভাব বিস্তার করল। তিনি তার কথা এবং তাশকিল শেষ করে চলে গেলেন এবং যাওয়ার সময় কুরআনুল কারিমের চমৎকার একটি কপি হাদিয়া দিয়ে গেলেন। এমন হাদিয়া তো এমনিতেই বরকতময় হয়ে থাকে। আর সেখানে এত বড় ত্যাগ ও কুরবানীদাতা মহান মর্দে মুমিনের হাদিয়া।

ব্যাস! আমি নিয়ত করে ফেললাম যে, ইন শা' আল্লাহ এই পবিত্র কপিটি থেকেই আমি ইস্তিগফার সংক্রান্ত আয়াতসমূহ একত্রিত করব। সেই শহিদ ভাইটি এমন কোন ওসিয়াত কিংবা আবেদন করেননি। তিনি শুধু কুরআনুল কারিমের কপিটি হাদিয়া পাঠিয়েছেন। আমার জানা নেই তিনি কোন দু'আ আশা করেছেন কি-না। প্রিয় মানুষদের তো নিজস্ব ভঙ্গি ও নিজস্ব আন্দাজ থাকে। এই শহিদ ভাই অনেক ত্যাগ ও কুরবানীওয়ালা ছিলেন। তিনি চিঠিতে লিখেছেন যে, আমি আপনাকে কয়েকবারই দেখেছি কিন্তু আপনি আমাকে দেখেননি। আপনার সাথে সাক্ষাতের প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তার আবেদন করিনি। আমি আমার এই প্রবল ইচ্ছাটিও আল্লাহ তা'আলার জন্য কুরবানী করছি। ব্যাস! আমি অনুমতি চাই। তিনি চলে গেলেন।

কুরআনুল কারিমের কপিটি দিয়ে গেলেন। কয়েক দিন পরেই আমি আমার এক ভাইয়ের সাথে বসে দুই দফা তিলাওয়াতের সময় তাওবা ও ইস্তিগফার সংক্রান্ত আয়াতসমূহ দাগ দিয়েছি। আমার ধারণা ছিল না যে, এই বিষয়ের উপরও শত শত আয়াত বিদ্যমান। সাধারণ তিলাওয়াত এবং সাধারণ তাফসীরের সময় অধিকাংশই এর ধারণা হয় না। আয়াতের সংখ্যাও ছিল ধারণার চেয়ে অধিক। এজন্য পুনরায় অসম্ভব মনে হচ্ছিল এবং আমি সফরে-হজরে কুরআনুল কারিমের এই কপিটি সাথে নিয়ে ঘুরতাম।

আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, এ আয়াতসমূহের সহজ এবং সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা লিখে দেই। এ কাজটি যদিও "ফাতহুল জাওয়াদ" এর কাজের মত কঠিন ছিল না। সেটা অনেক ইলমী সতর্কতা ও পরীক্ষিত কাজ ছিল। একেবারে নতুন এবং নির্বাচিত কাজ ছিল। সেই "ফাতহুল জাওয়াদ"ও যদি সাধারণ দৃষ্টিতে পাঠ করা হয় তাহলে এমনই মনে হবে যে, এটাও সাধারণ একটি কাজ। আয়াত এবং তরজমা লিখে দিয়েছে এবং নিচে তাফসির গ্রন্থসমূহ থেকে ইবারত বা মূলপাঠ সংযোজন করে দেওয়া হয়েছে। তবে বিষয়টি এমন নয়। বরং এমন কোন আলেম যার জীবনের বহু বছর কেটেছে তাফসির অধ্যয়ন ও তাফসীরের পঠন-পাঠনে। তিনি যদি "ফাতহুল জাওয়াদ" গ্রন্থটি দেখেন তাহলে বুঝবেন যে, এটা কতটা কঠিন কাজ ছিল। একটি বিষয়ের আয়াত একত্রিত করা, উক্ত আয়াতসমূহের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা, উক্ত লক্ষ্যের আলোকে আসলাফ তথা পূর্বসূরীদের মতামত একত্রিত করা, অতঃপর বর্তমানকে অতীতের সাথে সংযোগ এবং জিহাদ অস্বীকারের ফিতনার মূলোৎপাটনের প্রতিটি দলিলকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে খণ্ডন করা। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ছিল তাই কাজ হয়ে গেছে। বাস্তবে না আমার সামর্থ্যের ভেতর ছিল, না প্রকৃতার্থে এতে আমার কোন কৃতিত্ব ছিল। বর্তমান যুগের শুহাদায়ে কেরামের ত্যাগ ও কুরবানীর উপর আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ হয়েছে যে, জিহাদ এমন গ্রহণযোগ্য দলীল-প্রমাণের দ্বারা আলোকিত হয়েছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টিকুলের রব।

তবে "ইস্তিগফার সংক্রান্ত আয়াত" এর কাজ সহজ ছিল। কেননা কোন মুসলমানই ইস্তিগফারকে অস্বীকার করে না। হ্যাঁ! এ সম্পর্কে অলসতার

সমস্যা প্রকট। অস্বীকার আর অলসতার মাঝে অনেক পার্থক্য। অলসতা দূর করার জন্য দলিলের চেয়েও অধিক দাওয়াত এবং স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন হয়। তাই কাজ সহজই ছিল কিন্তু তারপরও কুরআনুল কারিমের প্রতিটি কাজ বিশেষ আদব, বিশেষ মনোযোগ ও বিশেষ সময় কামনা করে। সুতরাং এই বিশেষ মনোযোগ এবং বিশেষ সময়ের সন্ধানে দুই-তিন বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং কুরআনুল কারিমের লাল গিলাফওয়ালা কপিটি সফরে-হজরে আমার সাথেই ছিল।

ইস্তিগফারের উপর দ্বিতীয় মেহনত

এমতাবস্থায় চিন্তা–ভাবনা তো ছিল যে, এ কাজটি অনেক দ্রুতই সমাপ্ত করার যেন নিজের মাগফিরাত তথা ক্ষমার একটু পুঁজি হয়ে যায়। যেহেতু ইস্তিগফার এবং তাওবার বিষয়ে অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত একত্রিত হচ্ছিল। এক তো হল রঙ্গে-নূর ওয়েবসাইটের কোন-কোন আলোচনা। দ্বিতীয়ত ইস্তিগফার সংক্রান্ত প্রবন্ধ-নিবন্ধ। তৃতীয়ত ইস্তিগফারের শাব্দিক আলোচনা সংক্রান্ত হাদিসসমূহ। চতুর্থ হল তাওবা সংক্রান্ত হাদিসসমূহ। পঞ্চম হল ইস্তিগফারের ফজিলত সংক্রান্ত হাদিসসমূহ। ষষ্ঠ হল ইস্তিগফার সম্পর্কে ইমাম গাজালী রাহি. জ্ঞানগর্ব আলোচনার সারসংক্ষেপ এবং ব্যাখ্যা আর সপ্তম হল ইস্তিগফার এবং তাওবার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও পার্থক্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইত্যাদি।

আলহামদুলিল্লাহ! এ সকল কাজ একত্রিত হচ্ছিল এবং সাথে সাথে তার সংকলনের কাজও চলছিল। অতঃপর তা বিন্যস্তের কাজও সমাপ্ত হয়। বিন্যস্তের পর অধম এই পুরো পাণ্ডুলিপিটি দ্বিতীয়বার পাঠ করার পর অন্তর আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠে। তাই পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে অনেক দূরের একটি মসজিদে চলে যাই এবং সেখানে গিয়ে এই কাজকে দৈনিক নিয়মতান্ত্রিকভাবে করার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রতিজ্ঞা করি। আলহামদুলিল্লাহ! আয়াতসমূহের উপর কাজ শুরু হয় এবং দেড় মাসের মধ্যে সমাপ্ত হয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتِ

গ্রন্থটির চুম্বকাংশ

কুরআনুল কারিমের তাওবা সংক্রান্ত আয়াত, ইস্তিগফার সংক্রান্ত আয়াত ও মাগফিরাত সংক্রান্ত আয়াতসমূহ পাঠ করলে অন্তর আশ্চর্যরকম একটি আলোয় আলোকিত হয়। নিম্নে তার কিছু সারমর্ম তুলে ধরছি।

» আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে মাগফিরাতের দিকে ডাকছেন। আসো আমার বান্দা আসো। তোমাকে মাফ করে দেব। তোমাকে ক্ষমা করে দেব।

» যে আল্লাহ তা'আলার যে পরিমাণ কাছের সে সেই পরিমাণ আল্লাহ তা'আলার মাগফিরাত ও ক্ষমার জন্য লালায়িত এবং সে আল্লাহ তা'আলার নিকট বার বার মাগফিরাত চায় এবং ইস্তিগফার করে। যদিও আমরা মনে করি এমন লোকদের ইস্তিগফারারের কি প্রয়োজন? তারা তো ক্ষমাপ্রাপ্ত লোকই।

» যে আল্লাহ তা'আলা থেকে যত দূরে, যে যেই পরিমাণ নিফাকে ডুবে আছে সে সেই পরিমাণ ইস্তিগফার থেকে দূরে। তার অন্তরে সব জিনিসের আকাঙ্ক্ষা আছে কিন্তু মাগফিরাতের আকাঙ্ক্ষা নেই। বস্তুত এমন লোকদেরই ইস্তিগফারের অধিক প্রয়োজন। কিন্তু সে নিজের নিফাক, নিজের গুনাহ এবং দুনিয়ার মহব্বতের উপর নিশ্চিন্ত। এজন্য না সে মাফ চায়, না ইস্তিগফার করে।

» মুসলমানের এমন কোন বিষয় নেই যা ইস্তিগফারের দ্বারা সমাধা হতে পারে না। অসম্ভব থেকে অসম্ভব কাজও ইস্তিগফারের বরকতে সম্ভবপর হয়ে যায়। মাছের পেট হতে জীবিত বের হওয়ার ঘটনা প্রমাণ হিসেবে বিদ্যমান। ইস্তিগফারের বরকতে পরাজয় বিজয়ে পরিণত হয়ে যায়। ইস্তিগফারের বরকতে বিজয় নিশ্চিত হয়ে যায়। ইস্তিগফারের বরকতে পানি, বাতাস, মাটি ও আগুনের নিয়মতান্ত্রিকতা মানুষের জন্য ঠিক হয়ে যায়। বংশগত সমস্যা সমাধান হয়ে যায়। বন্ধ্যাত্ব দূর হয়ে যায়। রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান হয়ে যায় এবং সামাজিকভাবে পরস্পরে মহব্বত, ক্ষমা, অনুগ্রহ ও সেবার পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

» মুমিনের অন্তরে যদি আল্লাহ তা'আলার নিকট মাগফিরাত ও ক্ষমা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা হয় তাহলে তা অনেক উপকারী। প্রথমতো হল তাতে অহংকার সৃষ্টি হয় না। সেই অন্তর সর্বদা বিনয়ী থাকে। আর বিনয় আল্লাহ তা'আলার অত্যন্ত পছন্দ। দ্বিতীয়ত হল তার দুর্বলতা দূর হয়ে যায় এবং সে অনেক শক্তিশালী মুমিনে পরিণত হয়।

» মুজাহিদরা ইস্তিগফার করলে তাদের শক্তি, অবিচলতা এবং বিজয় অর্জন হয় এবং তাদের জিহাদ এবং জিহাদি কার্যক্রম অনেক দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। উলামায়ে কেরাম ইস্তিগফার করলে তাদের ইলমের মধ্যে নূর ও বরকত তৈরি হয় এবং তার ইলম স্বয়ং তার জন্য এবং অন্যদের জন্য উপকারী হয়ে যায়।

» কোন গুনাহ এমন নেই যা তাওবা এবং ইস্তিগফারের দ্বারা মাফ হয় না। শর্ত হল যে, তাওবা জীবিত থাকতে করা এবং সঠিক তাওবা করা। যখন আজাবের নিদর্শন শুরু হয়ে যায়, মৃত্যুর বিভিষিকা শুরু হয়ে যায় কিংবা মৃত্যু এসে যায় তখন তাওবা কবুল হয় না। এর পূর্বে সকল গুনাহের দরজা উন্মুক্ত এবং সঠিক তাওবার জন্য এমন সুসংবাদও রয়েছে যে, গুনাহসমূহকে নেকি দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়া হয়।

» তোমরা দেখে থাকবে, মানুষ সম্পদ, সন্তান, নারী, গবাদী পশু, ঘোড়া, অলঙ্কার ও জায়গা-জমি লাভ করার ক্ষেত্রে একে অপরকে পেছনে ফেলতে চায়। একে অপরের থেকে এগিয়ে যেতে চায়। এমতাবস্থায় তুমি এই অস্থায়ী বস্তুকে ছাড় এবং স্বীয় প্রভুর মাগফিরাত এবং স্বীয় প্রভুর জান্নাত পাওয়ার জন্য দৌড় দাও। মেহনত কর। মুকাবিলা করো এবং একে অপরের থেকে এগিয়ে যাও।

» কালিমায়ে তাইয়্যেবাকে অন্তরে বসিয়ে নাও। তাকে সুদৃঢ় কর। নিজেও পাঠ কর এবং অন্যদের নিকটও পৌঁছে দাও। ইস্তিগফার নিজেও কর। এর দ্বারা তোমাদের কালিমা সুদৃঢ় এবং মজবুত হবে এবং অন্য ইমানদারদের জন্যও ইস্তিগফার কর এবং মানুষকে আল্লাহ তা'আলার মাগফিরাত ও ইস্তিগফারের দিকে ডাক।

» যে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করবে, সে আল্লাহ তা'আলার আজাব

থেকে দুনিয়া ও আখিরাতে বেঁচে থাকবে। আর যে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করবে না, সে সব জায়গায় মরবে। আল্লাহ তা'আলার ভয় অনেক বড় নি'আমত। তবে এমন ভয় যার সাথে আশাও আছে। ভয় এবং আশা উভয়টির সম্মিলিত বহিঃপ্রকাশ সঠিক ইস্তিগফারের মধ্যেই হয়ে থাকে। একদিকে ভয় যে, আমার থেকে ভুল হয়ে গেছে। আমার থেকে বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। আমি এটা কি করলাম। আমি তো ধ্বংসের দিকে যাচ্ছি। হে আল্লাহ! হে আল্লাহ! হে আল্লাহ। সাথে সাথে আশাও আছে যে, ক্ষমা পেতে পারি। হে আল্লাহ ক্ষমা করে দাও। মাফ করে দাও। মাগফিরাত দান কর। সুতরাং যার এটা নসিব হয়ে গেছে তার ইমানের উঁচু মর্যাদা লাভ হয়ে গেছে।

» যে গুনাহ করতে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে না, সে অনেক কঠিন আশঙ্কার মধ্যে আছে। আর যে গুনাহ করে আল্লাহ তা'আলার মাগফিরাত ও রহমত থেকে নিরাশ হয়ে বসে আছে, সে তারচেয়েও অধিক আশঙ্কার মধ্যে আছে।

» মাগফিরাতের উপায়-উপকরণ কী কী? মাগফিরাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ কী কী? মাগফিরাত একজন মুমিনের জন্য সবচেয়ে বড় নি'আমত। তবে কীভাবে?

এ সবকিছু কুরআনুল কারিমে বিদ্যমাণ। ব্যাস! এতটুকু সারকথা বলে দিলাম যেন সারকথা সারকথাই থাকে।

কত সহজ হয়ে গেছে

তাওবা-ইস্তিগফার ও মাগফিরাতের যে আয়াত একত্রিত করেছি, তা অর্ধশতের অধিক। এই আয়াতসমূহের তাফসীরে না দীর্ঘ কোন আলোচনা লেখা হয়েছে এবং না তাফসির গ্রন্থের রেফারেন্স। সংক্ষিপ্তভাবে কয়েক লাইনের মধ্যে এই বরকতময় আয়াতের তাওবা, ইস্তিগফার সংক্রান্ত বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দিয়েছি। যেন সাধারণ পাঠক খুব সহজেই এ সকল আয়াতসমূহের অর্থ বুঝতে পারে এবং আনুমানিক চার-পাঁচ ঘণ্টার অধ্যয়ন কিংবা তা'লীমের দ্বারা কুরআনুল কারিমের মাগফিরাত সংক্রান্ত প্রায় সকল

আয়াত পাঠ করতে পারে। আর যে ইলমে দীনের তালিবুল ইলম এবং আরবী সম্পর্কে অবহিত, সে আড়াই ঘণ্টা কিংবা তিন ঘণ্টা এ সকল আয়াত পাঠ করতে পারবে। মা শা' আল্লাহ, লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ! দেখুন কত সহজ হয়ে গেছে যে, এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এত অধিক আয়াত মাত্র কয়েক ঘণ্টার মেহনতে বুঝে যাবে। আপনারা জানেন যে, কুরআনুল কারিম রোগও নির্দেশ করে এবং তার চিকিৎসাও। গুনাহ হল রোগ আর তাওবা-ইস্তিগফার হল আরোগ্য লাভের উপায় ও চিকিৎসা। চিকিৎসার পরিপূর্ণ প্রেসক্রিপশন, পরিপূর্ণ সিলেবাস এবং পূর্ণাঙ্গ নিয়ম-নীতি। যা আয়াতসমূহকে বুঝে পাঠ করার দ্বারা আমাদের সামনে এসে যাবে ইন শা' আল্লাহ।

ইলা-মাগফিরাহ তথা মাগফিরাতের আহ্বান

তাওবা সংক্রান্ত আয়াত ও ইস্তিগফার সংক্রান্ত আয়াত দিয়ে সাজানো এই গ্রন্থটির নাম রাখা হল **"ইলা-মাগফিরাহ"** তথা "মাগফিরাতের আহ্বান"। গ্রন্থটি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে রয়েছে কুরআনুল কারিমের মাগফিরাত সংক্রান্ত আয়াতসমূহ এবং কুরআনুল কারিমের ইস্তিগফার সংক্রান্ত দু'আসমূহ। আর দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে ইস্তিগফার এবং তাওবা সংক্রান্ত সকল হাদিস, ইস্তিগফার সংক্রান্ত বাণীসমূহ এবং ইস্তিগফারের দাওয়াত বা আহ্বান। প্রথম খণ্ডে এমন অনেক কিছু আপনারা আয়াতসমূহের মধ্যে পাঠ করবেন যার ব্যাখ্যা দ্বিতীয় খণ্ডের হাদিসসমূহে পেয়ে যাবেন।

কৃতজ্ঞতা হে শহিদ ভাই!

কুরআনুল কারিমের কপিটি প্রদানকারী শহিদ ভাইটির কৃতজ্ঞতা আদায় করছি। তার ত্যাগ ও কুরবানীর গভীর প্রভাব এবং তার ইখলাসের গভীর উত্তাপ আমার মন-মানসিকতা ও প্রতিজ্ঞাকে শক্তিশালী করেছে। কুরআনুল কারিমের কপি তো বিভিন্ন সময়ই হাদিয়া এসে থাকে। সবই অনেক সম্মানী এবং অনেক বরকতময়। অধিকাংশই কিছু তিলাওয়াত করে অন্যদের দিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এই কপিটি কয়েক বছর যাবত আমার সাথেই রয়েছে এবং আলহামদুলিল্লাহ এমন এক কাজের ভিত্তি হয়ে গেছে যা স্বয়ং আমার

নিজেরও খুব প্রয়োজন ছিল। মনে চায় উক্ত শহিদ ভাইয়ের নাম-পরিচয়, অবস্থা, ত্যাগ ও কুরবানীও এখানে লিপিবদ্ধ করি। কিন্তু এমন অনেক কারণ রয়েছে, যা লিখতে পারছি না। এটাও উক্ত শহীদের কারামত এবং ইখলাস যে, এভাবেই গোপনে সকলের কাছ থেকে মহব্বত ও দু'আ পাচ্ছে। হে শহিদ ভাই আমার! অনেক শুকরিয়া! আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তাঁর শান অনুযায়ী উত্তম বিনিময় দান করুন।

দুটি দু'আ

গ্রন্থ পরিচিতির এই শুভক্ষণে মুসাফিরের অন্তর স্বীয় দয়াময় ও মেহেরবান প্রভুর নিকট দুটি দু'আ করছি।

প্রথম দু'আ: হে আল্লাহ! আমাকে আপনার মাগফিরাতের এমন প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা দান করুন যেন আমি এই গ্রন্থ থেকে আপনার মাগফিরাত ব্যতীত কখনোই আর অন্য কোন প্রতিদানের আশা না করি। হে আল্লাহ! এই গ্রন্থের লেখক-সম্পাদক ও প্রকাশকসহ যে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন সকলকে আপনার মাগফিরাতের এমন সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা দান করুন, তারা যেন এ গ্রন্থের প্রচার-প্রসারে সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ব্যয় করে। হে আল্লাহ! আপনার কিছু সৌভাগ্যশীল বান্দাকে আপনার মাগফিরাতের এমন মহান আকাঙ্ক্ষা দান করুন, তারা যেন এই গ্রন্থটি নিজেরাও পাঠ করে এবং অধিক পারিমাণ বিতরণ করে। হে আল্লাহ! এই গ্রন্থের সকল পাঠককে আপনার মাগফিরাতের এমন ব্যাপক আকাঙ্ক্ষা দান করুন, তারা যেন সকাল-বিকাল, দিন-রাত আপনার নিকট ইস্তিগফার করে তথা আপনার নিকট মাগফিরাত এবং ক্ষমা চায়। বিশেষ করে সেহরীর সময় তথা ভোর রাতে ইস্তিগফারকে নিজের জন্য আবশ্যিক আমলের তালিকার শীর্ষে যুক্ত করে নেয়।

দ্বিতীয় দু'আ: হে আল্লাহ! প্রথম দু'আতে যাদের আলোচনা তাদের সকলকে মাগফিরাতের আশা-আকাঙ্খা, প্রচন্ড কামনা ও চাহিদা দেওয়ার পরে তাদের এই আশা-আকাঙ্খা, তীব্র বাসনা ও চাহিদাকে পূরণও করে দিন এবং তাদের সকলকে পরিপূর্ণ মাগফিরাত দান করুন। এক বুজুর্গের ঘটনা

পড়েছিলাম। সে একটি কুকুরকে রুটি খাওয়াত আর এর দ্বারা আশা করত যে, আমি এই কুকুরের চাহিদাকে পূরণ করেছি। আল্লাহ তা'আলা তো আমার প্রতি অনেক বেশি দয়ালু এবং উদার। আমি যদিও কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট কিন্তু আল্লাহ তা'আলার রহমতের দ্বারা তো অসম্ভব নয় যে, আমাকে ক্ষমা করে দেবেন এবং আমার আশা-আকাঙ্খা, তীব্র বাসনা ও চাহিদাকে পূরণ করে দেবেন। আর আমার আশা-আকাঙ্খা, তীব্র বাসনা ও চাহিদা তো একটাই। আল্লাহ তা'আলা-আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। আমাকে স্বীয় মাগফিরাত দান করবেন।

সুরা বাকারা

সুরাতুল বাকারা-এর

৩৭. ৫২. ৫৪. ৫৮. ৫৯. ১০৯. ১২৭. ১২৮. ১৫৯. ১৬০. ১৭৩. ১৭৪. ১৭৫. ১৭৮. ১৮২. ১৮৭. ১৯২. ১৯৩. ১৯৯. ২১৮. ২২১. ২২২. ২২৫. ২২৬. ২৩৫. ২৩৭. ২৬৩. ২৬৮. ২৭১. ২৭৯. ২৮৪. ২৮৫ ও ২৮৬ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—৩৭

فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

"অতঃপর আদম তার রবের পক্ষ থেকে কিছু বাণী পেল, ফলে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করলেন। নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী, অতি দয়ালু।"

আয়াত নং—৫২

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"অতঃপর আমি তোমাদেরকে এ সবের পর ক্ষমা করেছি, যাতে তোমরা শোকর আদায় কর।"

আয়াত নং—৫৪

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

> "আর যখন মূসা তার কওমকে বলেছিল, হে আমার কওম, নিশ্চয় তোমরা বাছুরকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করে নিজেদের উপর জুলুম করেছ। সুতরাং তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে তাওবা কর। অতঃপর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর। এটি তোমাদের জন্য তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট উত্তম। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের তাওবা কবুল করলেন। নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।"

আয়াত নং—৫৮

বনি ইসরাইলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, বিজিত শহরে বিনয়ের সাথে ইস্তিগফার করতে করতে প্রবেশ করো।

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ

> "আর স্মরণ কর, যখন আমি বললাম, তোমরা প্রবেশ করো এই জনপদে। আর তা থেকে আহার কর তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী, স্বাচ্ছন্দ্যে এবং দরজায় প্রবেশ কর মাথা নীচু করে। আর বলো, 'ক্ষমা'। তাহলে আমি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেব এবং নিশ্চয় আমি সৎকর্মশীলদেরকে বাড়িয়ে দেব।"

আয়াত নং—৫৯

> বনী ইসরাইল সেই নির্দেশ মানেনি। প্রবেশ করার সময় না মাথা নীচু করেছে। না ইস্তিগফার করেছে এবং حِطَّةٌ—যে ইস্তিগফারের বাক্য ছিল তার স্থানে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে حِنْطَةٌ يَا حَبَّةٌ فِيْ

দ্বিতীয় খণ্ড

তাওবা— ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সংক্রান্ত হাদিস।

তাওবা— ইস্তিগফার ও মাগফিরাতের পরিচয়

তাওবা— ইস্তিগফার ও মাগফিরাতের আহ্বান

তাওবা— ইস্তিগফার ও মাগফিরাতের ফজিলত

তাওবা— ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সংক্রান্ত দু'আ ও অজিফা

তাওবা— ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সংক্রান্ত ঘটনাবলী

তাওহিদ, দু'আ, আশা-ভরাস ও ইস্তিগফার

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً

> "হজরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—হে আদম সন্তা! যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমাকে ডাকতে থাকবে এবং আমার প্রতি আশা পোষণ করতে থাকবে (যে আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেব) ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাদের ভুল-ত্রুটি ও গুনাহসমূহ সত্ত্বেও তোমাদেরকে ক্ষমা করতে থাকব। আর এতে আমার কোন পরওয়া নেই যে কত বড় গুনাহগারকে ক্ষমা করছি।

হে আদম সন্তান! তোমাদের গুনাহ যদি সাগরের ফেনার সমানও হয়ে যায়, আর তখনও তোমরা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাহলেও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেব এবং (কাউকে ক্ষমা করতে) আমার কোন

পরওয়া নেই। হে আদম সন্তান! তোমরা যদি গোটা জমিনভরা গুনাহ নিয়েও আমার নিকট আসো কিন্তু তোমার সাথে আমার এ অবস্থায় সাক্ষাত হয় যে, আমার সাথে কোন শিরক করোনি, তাহলে মনে রেখ আমি গোটা জমিনভরা মাগফিরাত নিয়ে উপস্থিত হব।"[১]

এই হাদিসটিতে চারটি বস্তুকে মাগফিরাতের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যথা—

১. দু'আ করা।

২. আল্লাহ তা'আলার প্রতি আশা-ভরসা রাখা।

৩. ইস্তিগফার করা।

৪. আকিদাতুত তাওহিদের উপর দৃঢ়ভাবে অটল থেকে সর্বপ্রকার শিরক থেকে বেঁচে থাকা।

[১] .সুনানে তিরমিজি: হাদিস নং ৩৫৪০; সুনানে দারেমী: হাদিস নং ২৮৩০; মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ২১৪৭২

ইস্তিগফারের আহ্বান

আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং আপনাদের সকলকে স্বীয় মাগফিরাত নসিব করুন। সম্মানিত পাঠক! আজ আপনাদেরকে একটি আশ্চর্য ও মহান ইবাদাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেব। এত বড় ইবাদাত—যার নির্দেশ আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবি হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার খলিল হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে দিয়েছেন। এমনকি সকল আম্বিয়া আলাইহিস সালামকে দিয়েছেন। এমন ইবাদাত যার গুরুত্ব সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে শত শত আয়াত বিদ্যমান। এমন ইবাদাত যার উপকারিতা হজরত আম্বিয়া আলাইহিস সালাম বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। এমন ইবাদাত যার তাৎক্ষণিক উপকার দুনিয়াতে এবং চিরস্থায়ী উপকার পরকালে পাওয়া যায়। এমন ইবাদাত যা মানুষকে না হতাশ হতে দেয়, না বঞ্চিত হতে দেয়। এমন ইবাদাত যা নিজের জন্যও করার নির্দেশ রয়েছে এবং অপরের জন্যও করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এমন ইবাদাত যার কথা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত বেশি বলতেন যে, হজরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুম নিয়মিত করতেন। এমন ইবাদাত যা অন্তরকে অন্তরের মরিচা থেকে পবিত্র করে। এমন ইবাদাত যা ধ্বংসাত্মক আঘাতের প্রশান্তিদায়ক উপশম হিসেবে কাজ করে। এমন ইবাদাত যা দুর্বল মানুষকে শক্তিশালী বানিয়ে দেয়। এমন ইবাদাত যা করতে দেখলে শয়তান চিৎকার করে কাঁদে এবং ছটফট করে এবং দুঃখ-বেদনায় নিজেই নিজের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করে। এমন ইবাদাত যা সকল আমলকে মাকবুল তথা আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য বানিয়ে দেয় এবং দীর্ঘ

পাঠকরে পাতা